দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বরিশালে স্থবির ছাত্র সংসদের কার্যক্রম

কলেজগুলোতে নির্বাচন হয়নি এক যুগেও

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

বরিশালের সরকারি কলেজগুলোতে গত এক যুগেও নির্বাচন না হওয়ায় ছাত্র সংসদের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসগুলো রয়েছে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। বিএম কলেজ ও শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ পরিচালনার জন্য ছাত্রলীগ নেতাদের দিয়ে কর্ম পরিষদ গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্ম পরিষদের নেতারাই ভিপি-জিএস ও এজিএসসহ নানান পরিচয়ে ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করছেন। এরা ছাত্র সংসদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। পাশাপাশি সাবেক ছাত্র নেতারা বলছেন নির্বাচিত ছাত্র নেতাদের ছাড়া ছাত্র সংসদের এ কার্যক্রম অবৈধ। অপর কলেজ- গুলোতেও কর্ম পরিষদ গঠন করাও সম্ভব হয়নি। দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বশেষ ২০০২ সালের ১৩ আগস্ট। তখন ছাত্রদল নেতা মশিউল আলম সেন্টু ভিপি নির্বাচিত হন। ওয়ান ইলেভেনের পর সেন্টু র‌্যাবের ক্রস ফায়ারে প্রাণ হারান। সেন্টুর মৃত্যুর পূর্বেই ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ছাত্রলীগের একাধিক গ্রুপ, বাম ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে আন্দোলন গড়ে তোলে। এ নিয়ে একাধিকার বার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত বছর ছাত্রলীগের এক গ্রুপের ২৬ নেতাকে নিয়ে কর্ম পরিষদ গঠন করে ছাত্র সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কর্ম পরিষদ অবৈধ দাবি করে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আদালতে মামলা করেন ছাত্রদলের এক নেতা।

আদালত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়ে সময়সীমা বেঁধে দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে গিয়ে নিম্ন আদালতের আদেশ স্থগিত করানোর পূর্বেই মামলা প্রত্যাহার করেন ছাত্রদল নেতা। একইভাবে ছাত্রলীগ নেতাদের দিয়ে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বারের মত কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বিএম কলেজ ছাত্রলীগের বিবদমান দু' গ্রুপের এক গ্রুপ কর্ম পরিষদে ঠাঁই পাওয়ার পর অপর গ্রুপটি ক্যাম্পাস ছেড়েছে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলসহ বিভিন্ন সংগঠন একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী প্রতি বছর নির্বাচন দাবি করেছে। এ ব্যাপারে বিএম কলেজের সাবেক জিএস বলরাম পোদ্দার ও মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান শামীম জানান কর্মপরিষদ গঠন করে ছাত্র সংসদ পরিচালনার কোন বিধান নেই।

সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ ও ল' কলেজের ছাত্র সংসদ পরিচালনার জন্য কর্ম পরিষদও নেই। ১৯ বছর পূর্বে সর্বশেষ সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়। এরপর নির্বাচনের জন্য বারবার দাবি উঠলেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তা হয়নি বলে দাবি ছাত্র নেতাদের। কলেজ ছাত্রলীগ নেতারা বিএম কলেজ ও শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের মতই কর্ম পরিষদ গঠন করে ছাত্র সংসদ দখলে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। সরকারি বরিশাল কলেজের ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয় ২০০৩ সালে। সর্বশেষ ভিপি শাহজেল আকন বিপ্লব জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ সহ-অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করলে ছাত্রদল নির্বাচনে অংশ নেবে। বরিশাল কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি ফরহাদ বিন আলম জাকির জানান, তারাও সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন চান। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনের সহায়তা প্রয়োজন। ল' কলেজের ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয় ২০০৩ সালে। ২০০৫ সালে নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা হয়। তৎকালীন সরকার দলীয় নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রার্থী নির্ধারণ করতে না পারায় নির্বাচন হয়নি। ল' কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান পলাশ জানান, নির্বাচনের জন্য তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে কোন ফল পাননি। নগরীর ৫টি কলেজে দীর্ঘদিনেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সকল দলের ছাত্র রাজনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরাও হতাশ।